শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 01 DEC 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... 7 ...

মুসলমান বাঙালী নারীদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছেন যিনি তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। যুগের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার অধিকারী। বেগম রোকেয়া প্রতিটি বাঙালী মুসলমান নারীর শুধু প্রাতঃস্মরণীয় নন, প্রাতঃপূজনীয়। "উন্নতি এবং মুক্তির প্রথম শর্ত শিক্ষা, নিজেকে এবং জগৎকে জানা", এই সত্যটি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে ১৯১১ সালে ৮ ছাত্রী নিয়ে তিনি কলকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন। ঐ বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছয়টি এমই স্কুল, পাঁচটি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৪১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল।

প্রকৃতির প্রথম শিক্ষার্থী নারী। প্রকৃতির কাছ থেকে নারী সর্বপ্রথম শেখে কিভাবে ধান বপন করতে হয়, কিভাবে সুতা কেটে কাপড় বুনতে হয়, কিভাবে খাবার মজুদ করার জন্য পাত্র তৈরি করতে হয়, কিভাবে চামড়া সংরক্ষণ করে রাখতে হয়, কিভাবে বন্যপশুকে বশ করে গৃহস্থালির কাজে লাগানো যায়। পুরুষরা তখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার কাজে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু নারীদের উদ্ভাবিত কৃষি কাজের ফলে যখন খাদ্যে। নিশ্চয়তা এলো, পুরুষরা গৃহে ফিরে আসে। তখন তারা নারীদের শিক্ষার্থী হলো। নারীদের থেকে তারা কৃষিকাজসহ জীবন নির্বাহের সকল কলাকৌশল আয়ত্ত করল। এরপরই পুরুষ তার কৃষিটেকিংকে নারীকে অধীনস্থ করল। বর্তমান কবীর সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে, যার মাঝে শিক্ষা একটি।

নারীরা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেত না, যেখানে পুরুষরা অনায়াসে চর্চা করতে পারত জ্ঞান ও মননের। ঔপরন্তু নারীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো যত কুশিক্ষা, কুসংস্কার। শিক্ষা অর্জনের জন্য পুরুষরা দূরদূরান্তে চলে গেলেও 'পথে নারী বিবর্জিতা' এই কুসংস্কার। শিক্ষা অর্জনের জন্য নারীদের দূর দেশ তো দূরের কথা নিজ দেশের নিজ গৃহের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। এর প্রতিবাদ নারীরা করেছে। কিন্তু পুরুষ ছিটকেটাটা ভাবে। পশ্চিমে ব্রিটেনের বারবারা লি স্মিথ (১৮২৭-১৮৯১) নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য লড়তে গেলে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯শ ও ১৩শ শতাব্দীতে স্থাপিত অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলারা ঢোকেন ১৮৭০ সালে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহিলা সর্বপ্রথম ডিগ্রী নেন ১৮৭৬ সালে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ও শেষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। তখন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণায় শিক্ষা সর্বজনীন ও বিনামূল্যে হওয়ায় নারীরা শিক্ষার সুযোগ পায়।

পারভীন সুলতানা

ভারতীয় নারী ঃ পৃথিবীর এ ভূখণ্ডে নারী শিক্ষা সব সময় অবহেলিত। তবে বৈদিক যুগে এ অঞ্চলে দু'একজন বিদুষী নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। গার্গী মৈত্রেয়ী তাঁদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন জন্য সুপরিচিত ছিলেন। খনার বচন তো এদেশে কৃষকদের কৃষি কাজের বিশ্বকোষ বলা যায়। মোগল আমলে সর্বজনীন কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রমাণ নেই। মুসলমানদের মধ্যে মোল্লা-মুনশি আর রাজকার্যের সাথে যারা জড়িত তারাই লেখাপড়া করত। মেয়েদের কথা তো আরও দুরুহ ব্যাপার। তবুও হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মতবে নিদিষ্ট বয়স পর্যন্ত কিছু কিছু মেয়ের পড়াশোনা করার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। সরকারী উদ্যোগে সর্বজনীন শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয় বেশ কয়েক বার। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ১৮৫৪ সালে উড্স সুপারিশে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা, ১৮৮২ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন পাঠ্য নামে অন্ধ, কৃষি, পদার্থ বিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্তকরণ ও কৃষি কাজের সাথে তাল মিলিয়ে স্কুলের সময়সূচী নির্ধারণ, ১৯১৯ সালে লর্ড কার্জনের আমলে প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট, ১৯৩০ সালে বেঙ্গল রুরাল এডুকেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৪ সালে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হলেও নারীদের জন্য পৃথকভাবে কোন কার্যক্রম নেয়া উপলব্ধি তখনোকীন ব্রিটিশ সরকারের আসেনি। এসব কার্যক্রমও পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করেনি ঔপনিবেশিক সরকারের আন্তরিকতার অভাবে। এক তথ্য থেকে জানা যায়, সে সময় প্রথম শ্রেণীতে যে ছাত্ররা ভর্তি হতো তাদের মধ্যে মাত্র ৬ দশমিক ২৯ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেতে পারত। ভারতে যখন রেনেসাঁ আবির্ভাব ঘটে বহু বাঙালী পুরুষ উচ্চশিক্ষা লাভ করে, তাঁদের মাঝে বেশ কয়েক জন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নারী শিক্ষার পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। এঁদের মাঝে আছেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। এ দেশের হিন্দু নারীদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে অবশ্যই ঠাকুর পরিবার। এছাড়াও রামসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে হিন্দু সমাজে মেয়েদের কেন শিক্ষা দেয়া হয় না, অশিক্ষার কুফল কী, স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের মনোভাব কেমন, কেন শিক্ষা দেয়া উচিত ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরতেন। এ সুযোগ বলা হতো মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়, তারা কালির একটি আঁড়চ দিলেও দুর্ভাগ্য নেমে আসে। কৈলাসবাসিনী লিখেছেন যে, বিধবারা ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য লেখাপড়া, শিখতেন, সাধারণ মহিলারা তাদের রীতিমতো ভয় এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। অসদ্দেবর আশঙ্কায় সন্তানদের তারা শিক্ষিত বিধবাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে রাখতেন। শুধু অশিক্ষিত নারী বা পুরুষ নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক শিক্ষিত এমনকি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষও নারী শিক্ষাকে বাঁকা চোখে দেখতেন। নারী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে ঈশ্বরচন্দ্র বসু লিখেছিলেন ঃ

"যদ্যপি মেয়েরাখো ছিব ভাল, তবুধর্ম কর্তো সবে।
এক্ষণে বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁচীগুলো ছুড়ি মেয়ে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এবি' শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।"

১৮৪৯ সালে কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল খোলা হলেও। তার ১৫ বছর পর সে স্কুল পরিদর্শন করে স্কুল ইনস্পেক্টর প্রতিবেদন দিয়েছেন যে "কুল মোট ৬৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ২৯জন ছাত্রী। ছিল সামান্য পড়ত ও খুব সহজে কষ্ট পড়তে পারত। একটি গল্প পড়ে বুঝতে পারত ১৬ জন। তখন গোটা বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯টি ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৪৮৬ জন। গোলাম মুরশিদ রচিত রাম মুনশী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর। তখন হিন্দু মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল নব্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা শিক্ষিত মেয়েদের বৌ হিসাবে বেশি প্রাধান্য দিত। **বাঙালী মুসলিম মহিলারা ঃ** বেসেসী যুগে হিন্দু যুবকরা যেভাবে জেগে উঠেছিলেন মুসলমানরা সেভাবে নয়। ইংরেজীকে বিজাতীয় ভাষা হিসাবে দূরে ঠেলে বেশে ফার্সী ও উর্দু ভাষা নিয়ে মাতামাতি করায় সর্বক্ষেত্রেই তারা পিছিয়ে পড়েছিলেন। আর মুসলমান মেয়েদের অবস্থা কি ছিল তা তো সহজে অনুমেয়। পরপ্রসিদ্ধারে ছিল হিন্দু লেখকদের মেয়েদের অবস্থা কি ছিল তা তো সহজে অনুমেয়। পরপ্রসিদ্ধারে ছিল হিন্দু লেখকদের লেখনীর ছড়াছড়ি, কলেলন্ত্রা দেখা গেলে মুসলমান লেখকদের অস্তিত্ব। সে সময় ১৮৬৫ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষা উপকারিতা এবং উপযোগিতার ওপর এক প্রবন্ধ ছাপা হয়। এর লেখিকা ছিলেন বিবি তাহেরে নেসা। এর ক'বছর পর বাংলা ১৩০৪ সালে আরেক বাঙালী মুসলমান মহিলা ফজিলতুন নেসার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছিলেন "জননীর প্রভাব যে প্রত্যেকটি সন্তানের ভিতর দিয়ে সমাজে অনুভূত হয় সে কথাটি সবাই জানেন। সুশিক্ষিত জননগণের প্রভাব যেমন সমাজকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে নিতে সাহায্য করে তেমন অশিক্ষিত জননীর প্রভাব সমাজ্যকে সমাজকে পিছনের দিকে টেনে আনে।"

এই সব ময়ীয়সী নারী অবশ্য লেখনীর মাধ্যমেই নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালী নারীদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছেন যিনি তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। দুগের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার অধিকারী। বেগম রোকেয়া প্রতিটি বাঙালী মুসলমান নারীর শুধু প্রাতঃস্মরণীয় নন, প্রাতঃপূজনীয়। "উন্নতি এবং মুক্তির প্রথম শর্ত শিক্ষা, নিজেকে এবং জগৎকে জানা", এই সত্যটি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে ১৯১১ সালে ৮ ছাত্রী নিয়ে তিনি কলকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন। ঐ বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছয়টি এমই স্কুল, পাঁচটি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৪১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল।

মুসলমান মেয়েদের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক বঁই কুল ছিল ১৪টি আর ২৫টি মক্তব। এই ছিল